ঢাবিতে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত হবে আগামীকাল

Published: 2022-03-13 22:41:00 BdST, Updated: 2022-03-23 12:51:17 BdST

ঢাবি লাইভ: বাংলাদেশ গণিত সমিতির তত্ত্বাবধানে আগামীকাল (১৪ মার্চ) ৩য় আন্তর্জাতিক গণিত দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ান (আইএমইউ) ২০২২-এর গণিত দিবসের মূল প্রতিপাদ্য স্থির করেছে: 'Mathematics Unites' গণিত একত্রিত হয় অর্থাৎ গণিত একটি সাধারণ ভাষা যা একে অপরকে খুঁজে বের করে।

অনুষ্ঠানটি সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উদ্বোধন করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি মনোজ্ঞ র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করবে।

আন্তর্জাতিক গণিত দিবসের প্রধান লক্ষ্য, গণিতের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। নারীর ক্ষমতায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন, টেলিযোগাযোগ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে গণিত ও গণিত শিক্ষার অবদান সম্পর্কে জনসাধারণকে ধারণা প্রদান করা। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Sustainable Development Goals (SGDs-17) লক্ষ্যমাত্র অর্জনে গণিত অপরিহার্য। যেমন: প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারি রোধ, রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে গণিত সচেতন করে তোলা।

অনুষ্ঠানে 'Mathematics Unites' বিষয়ের উপরে ৩ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিপ্রফেসর বিদ্যালয়ের ড. কে এম আরিফুল

কবীর। সকাল ১০:৩০-১১:৩০ টায় শিক্ষার্থীদের (৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত) ‘‘গণিত প্রতিযোগিতা” এর আয়োজন করা হয়েছে।

৩টি গ্রুপে অনলাইনে বাছাইকৃতরা ১৪-০৩-২০২২ তারিখ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে চ,ড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ী শিক্ষার্থীদের জন্য সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

দুপুর ১:০০ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত Mr. ITO Naoki উপস্থিত থেকে ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট বিতরণ করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো: আব্দুস ছামাদ।

উল্লেখ্য, ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ইউনেস্কো-এর ৪০ তম সাধারণ অধিবেশনে ১৪ ই মার্চকে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস (আইডিএম) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৪ই মার্চ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাই (π) দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন (আইএমইউ) একটি বেসরকারী এবং অলাভজনক বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং এর অন্যতম লক্ষ্য গণিতের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার ও প্রসার ঘটানো। ২০১৭ সনে বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৯০।

উক্ত গণিত দিবসের অনুষ্ঠানে আহবায়কের দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি ড. মো. শহীদুল ইসলাম।

ঢাকা, ১৩ মার্চ (ক্যাম্পাসলাইভ২৪.কম)//এমজেড

১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক গণিত দিবস (আইডিএম)

Published: 2022-03-13 19:50:54 BdST, Updated: 2022-03-23 13:14:44 BdST

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম: রহস্যময় সংখ্যা পাই (π)-এর ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই সংখ্যার উদ্ভব ঘটে প্রায় ৪০০০ বছর আগে। ১৭০৬ সালে ওয়েলেশ গণিতবিদ উইলিয়াম জোনস সর্বপ্রথম গ্রীক অক্ষর পাই ব্যবহার করেন। এরপর ১৭৩৭ সালে সুইস গণিতবিদ এবং পদার্থবিদ লিওনহার্ড অয়লার এই সংখ্যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তখন থেকে প্রকৌশলী, পদার্থবিদ, স্থপতি, ডিজাইনার থেকে শুরু করে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাই ব্যবহার করে আসছেন। প্রাচীন সভ্যতার, মূলত মিশরীয় এবং ব্যাবলিনীয়দের হাতে কলমে গননার জন্য π (পাই) এর মোটামুটি সঠিক অনুমানের প্রয়োজন ছিল।

আনুমানিক ২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিস পাই এর আনুমানিক মান নিভর্,লতার সাথে বের করার জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরী করেছিলেন, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী চীনা গণিতবিদগণ পাই এর মান সাত ডিজিট পর্যন্ত অনুমান করতে সক্ষম হন, যেখানে ভারতীয় গণিতবিদগণ পাঁচটি ডিজিট পর্যন্ত বের করেন। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষই জ্যামিতিক কৌশল অবলম্বন করেন।

১৭৬১ সালে জোহান ল্যামবার্ট (১৭২৮-৭৭) প্রমাণ করেন যে, পাই একটি অমূলক সংখ্যা এবং পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে ফার্ডিনান্ড লিন্ডেম্যান (১৮৫২-১৯৩৯) দেখান যে, পাই একটি অবীজগাণিতিক অমূলক সংখ্যা। ইউলিয়াম জন্স (১৬৭৫ - ১৭৪৯) π (পাই) এর আনুমানিক মান বের করা ছাড়াও দেশের অন্যতম বিশাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার এবং গাণিতিক সংরক্ষনাগার নির্মাণ করেছিলেন, যা প্রায় ৩০০ বছর ধরে ম্যাকলফিল্ড পরিবার ও তার পৃষ্ঠপোষকদের হাতে ছিল।

পদার্থবিদ ল্যারি শ ১৯৮৮ সালের ১৪ ই মার্চকে পাই দিবস হিসেবে মনোনীত করেন। কারণ, ৩.১৪ সংখ্যাটি পাই-এর প্রথম তিনটি অংকের সমান। বিশেষ এই দিনটি আবার আলবার্ট আইনস্টাইনেরও জন্মদিন। ২০০৯ সালে শ-এর কর্মস্থল সান ফ্রান্সিসকো ভিত্তিক বিজ্ঞান যাদুঘরে সর্বপ্রথম পাই দিবস উদযাপিত হয়। মার্কিন জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদে আইন পাস করার প্রেক্ষিতে এই দিনটি সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

গণিতবিদ, বিজ্ঞানী ও শিক্ষকগণ আশা করেন, এই ছুটি বিশ্বব্যাপী গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ অবদান রাখবে। কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে ডি এফ ফার্গুসন ১৯৪৪ সালে পাই-এর মান সবচেয়ে নির্ভুলভাবে গণনা করেন। তিনি পাই-এর মান ৬২০ ঘর পর্যন্ত বের করতে সমর্থ হন। আজ অবধি পাই-এর মান ১ ট্রিলিয়নেরও বেশি ঘর পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে এবং গণিতবিদরা সেখানেই থেমে থাকতে চান না।

২ ‘‘গণিত আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে, কারণ সব কিছুতেই রয়েছে গণিত।” আফ্রিকান গণিত ইউনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক আডেওয়াল সোলারিন। ‘‘বিশ্বকে পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রই হচেছ শিক্ষা” - নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন (আইএমইউ) একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী এবং অলাভজনক বৈজ্ঞানিক সংস্থা যাহা ১৯২০ সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার প্রধান লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী গণিতের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। ২০১৭ সনে বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে।

বিশ্বব্যাপী বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৯০। ২৬ নভেম্বর ২০১৯ সালে ইউনেস্কো-এর ৪০ তম সাধারণ অধিবেশনে ১৪ ই মার্চকে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস (আইডিএম) হিসেবে ঘোষণা করা

হয়। প্রতিবছর উদযাপনের স্বাদ নিতে, সৃজনশীলতার জন্য এবং সমস্ত ধরণের ক্ষেত্র, ধারণা এবং ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য গণিত দিবসের একটি নতুন থিম ঘোষণা করা হয়।

আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন ২০২২-এর মূল প্রতিপাদ্য স্থির করেছে: গণিত একত্রিত করে অর্থাৎ গণিত একটি সাধারণ ভাষা যা একে অপরকে খুজে বের করতে হয়। কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী ইউলিয়া নস্টোরোভা এর প্রস্তাব করেন। আন্তর্জাতিক গণিত দিবস ২০২০ ও ২০২১ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে গণিত র্সবত্র এবং উন্নত বিশ্বের জন্য গণিত।

গণিত দিবসের প্রধান লক্ষ্য: অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন ও টেলিযোগাযোগের মতো ক্ষেত্রে গণিতের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা (এসডিজি ৩); উন্নয়নশীল দেশের নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (এসডিজি ৪); জেন্ডার ভিত্তিক সমতা অর্জন এবং গণিতে নারীদের ক্ষমতায়ন (এসডিজি ৫); প্রযুক্তি ও সমাজ পরিচালনার বীজ হিসেবে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর গুরুত্ব প্রদান (এসডিজি ৮)।

সর্বস্তরে গণিতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা (এসডিজি ৯); প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং উদীয়মান রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে গণিতের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (এসডিজি ১১); জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং অর্থনীতি গতিশীল করতে গণিতের ভূমিকা অপরিহার্য (এসডিজি ১৪-১৫); বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জীবনের মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে গণিত ও গণিত শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য (এসডিজি ১৭)।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতের প্রায়োগিক ব্যবহার অসীম: সার্চ ইঞ্জিনসমূহ জটিল গাণিতিক মডেলের মাধ্যমেই ইন্টারনেটকে পরিচালনা করে; সিটি স্ক্যান, এমআরআই এর মতো মেডিকেল ইমেজিং ডিভাইস গাণিতিক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সংখ্যাসূচক তথ্য ৩ হতে ইমেজ তৈরি করে; মানবদেহের জিনোমের ডিকোডিং হল গণিত, পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিজয়; গণিতের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণগহŸর ও সৌরজগতের প্রথম ছবি পেতে সমর্থ হই; সুরক্ষিত যোগাযোগের জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফি সংখ্যাতথ্যের উপর নির্ভরশীল; গণিতশাস্ত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তন করে দি্চ্ছে; আমাদের স্মার্টফোনের সফ্ধসঢ়;টওয়্যারের পেছনেও রয়েছে গণিতের অবদান।

সভ্যতার সর্বত্র রয়েছে গণিত। পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ককে অপটিমাইজ করতে গণিতশাস্ত্র ব্যবহার থেকে শুরু করে মহামারীর বিস্তার এবং নিয়ন্ত্রণ করতে গণিতের সাহায্য নেয়া; স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার কার্যকরী পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন: বন্যা, ভূমিকম্প, হারিকেন প্রভৃতি) ঝুঁকি অনুধাবন; ঈঙঠওউ-১৯ মহামারীর বিস্তার বুঝতে, নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে গণিত শাস্ত্রের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গণিত অপরিহার্য। যেমন : বৈশ্বিক পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্রে তার প্রভাব মডেলিং এ জন্য গণিত ব্যবহৃত হয়; গণিত শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নত ভবিষ্যত অর্জনে সহযোগী ভ‚মিকা রাখে; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে স্যাটেলাইট চিত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও মানচিত্র অংকন করা যায়; গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা প্রতিটি নাগরিককে বৈশ্বিক

চ্যালেঞ্জগুলো আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। বৈশ্বিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে গণিত অপরিহার্য; গণিত সকল নাগরিকের সুবিধার্থে সমিতিগুলির দক্ষ সংগঠনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে; শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের জন্য স্টিয়ারিং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞান ও গণিতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

গণিত আমাদের যাপিতজীবনে অবদান রাখছে। শিল্প এবং সংগীতে রয়েছে গণিতের উপস্থিতি; দাবার কৌশলে আছে গণিত; বাজেট প্রণয়ণের ক্ষেত্রে গণিতের অবদান লক্ষ্যণীয়; নির্মাতা, কৃষক, শ্রমিক, বিপনী বিতান, ক্রীড়াবিদ প্রতিদিনই কিছু না কিছু গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করে থাকেন; গণিত জিপিএস স্যাটেলাইট ভিত্তিক নেভিগেশনের মাধ্যমে আমাদের পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে; আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস পেতে উন্নত বায়ুমন্ডলীয় মডেল ব্যবহার করা হয়; গণিত পেনশন সিস্টেমকে টেকসই করে তোলে; মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রেও রয়েছে গণিতের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার।

৪ মূলত গণিত শাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্র এ সবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসীম সম্ভবনার ঝুলি গণিতশাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে সেই আদিযুগ থেকে। আরও অনেক অকল্পনীয় উদ্বোবন এখনো বাকি রয়ে আছে। নতুন কোন ক্ষেত্র আবিস্কারের আশার অপেক্ষা আছি। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও বাংলাদেশ গণিত সমিতি দিনটি উৎযাপনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। র্যালী, কুইজ প্রতিযোগীতা, সেমিনারের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপন করা হবে।

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম
আহবায়ক, আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উদযাপন কমিটি ২০২২
সভাপতি, বাংলাদেশ গণিত সমিতি
E-mail:mshahidul11@yahoo.com

NEWAGE

Mathematics Day to be observed at DU today

Staff Correspondent | Published: 00:02, Mar 14,2022 | Updated: 00:03, Mar 14,2022

Bangladesh Mathematical Society will observe the 3rd International Mathematics Day at AF Mujibur Rahman Mathematical Building, Dhaka University on Monday.

The International Mathematical Union has set the theme for Mathematics Day 2022 — Mathematics Unites.

The event will be inaugurated by Dhaka University pro-vice-chancellor (academic) ASM Maksud Kamal at 9:00am. Mamtaz Uddin Ahmed, treasurer of Dhaka University, will be present as the special guest on the occasion.

After the opening ceremony, a procession will march around the campus.

Retired professor of Dhaka University Md Abdul Matin, Jahangirnagar University professor Mohammad Humayun Kabir and Bangladesh University of Engineering andf Technology professor KM Ariful Kabir will present 3 scientific articles in the programme.

A math competition has been organised for the students selected online (from Class VI to graduation level) in the morning in 3 groups at A F Mujibur Rahman Ganit Bhavan.

Certificates and crests will be awarded to the winning students by the Japanese Ambassador to Bangladesh ITO Naoki at the closing ceremony at 1:00pm.

Dhaka University acting vice-chancellor Muhammad Samad and science faculty dean Md Abdus Samad will be present as special guests at the event.

Dhaka University Mathematics Department chairman and Bangladesh Mathematical Association president Md Shahidul Islam is the convener of Mathematics Day.

ঢাবিতে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উদযাপন

Published: 2022-03-14 16:57:54 BdST, Updated: 2022-03-23 12:50:33 BdST

ঢাবি লাইভ: বাংলাদেশ গণিত সমিতির তত্ত্বাবধানে ৩য় আন্তর্জাতিক গণিত দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (১৪ মার্চ)

সকাল ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (একাডেমিক) প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রতিযোগিদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে গণিতকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে গণিতের ব্যবহার নেই। এই প্রতিযোগিতা গণিত শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম। উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সম্পাদক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি মনোজ্ঞ র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

পরে সকাল ১০:৩০-১১:৩০মিনিটে শিক্ষার্থীদের (৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত) ‘‘গণিত প্রতিযোগিতা” এর আয়োজন করা হয়। এতে ৩টি গ্রুপে অনলাইনে বাছাইকৃতরা ১৪-০৩-২০২২ তারিখ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে। প্রতি গ্রুপে ১০ জন করে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ঢাবিতে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উপলক্ষে মনোজ্ঞ র‍্যালি

অনুষ্ঠানে Mathematics Unites বিষয়ের উপরে ৩ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গণিত বিভাগ, বুয়েটের প্রফেসর প্রফেসর ড. মোঃ মনিরুল আলম সরকার। প্রবন্ধ ৩টি উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল

মতিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কে এম আরিফুল কবীর।

দুপুর ১ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত Mr. ITO Naoki উপস্থিত থেকে ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ গণিত সমিতির কাজের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে জাপানের সাথে বৃত্তিসহ সার্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন আন্তর্জাতিক গণিত দিবস গণিত ভীতি দূর করে গণিতকে আরোও জনপ্রিয় করে তুলবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো: আব্দুস ছামাদ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি ড. মো. শহীদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল ক্যাম্পাসলাইভ২৪ডটকম সহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

ঢাকা, ১৪ মার্চ (ক্যাম্পাসলাইভ২৪.কম)//এমজেড

bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

ঢাবিতে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published: 15 Mar 2022 01:07 AM BdST Updated: 15 Mar 2022 01:07 AM BdST

‘গণিত একত্রিত করে’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, সেমিনার, শোভাযাত্রাসহ নানা আয়োজনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ গণিত সমিতির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে এ আয়োজন করা হয়।
সকালে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেখানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন।
দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুইজ প্রতিযোগিতা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. কে এম আরিফুল কবির প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
কুইজ প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৩০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সকল দেশেই গণিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকলের মাঝে গণিতকে জনপ্রিয় করে তুলতে বাংলাদেশ গণিত সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
জাপান বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রসার, দুই দেশের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় ও যৌথ গবেষণা পরিচালনায় জাপান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শহীদুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আব্দুস ছামাদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ বাবুল হাসান।